৫৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 10 FEB 1996 ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ... ৭ ...

বহু প্রাইমারী স্কুলে বই পৌঁছেনি ॥ উদ্বিগ্ন অভিভাবক

বিনামূল্যের বইয়ের সেট বিক্রি হচ্ছে দু'শ' টাকায়

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও এখন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বই পৌঁছেনি। ফলে শুরু হয়েছে পাঠ্যবই সঙ্কট। এই সঙ্কটের সুযোগে এক শ্রেণীর বই ব্যবসায়ী প্রাইমারি স্কুলের বিনামূল্যের বইয়ের নোট বিক্রি করছে এক শ' থেকে দু'শ' টাকায়। আবার কোথও বা বই পৌঁছলেও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অবহেলায় বই পড়ে রয়েছে গুদামে। কোথাও বা বই পৌঁছেছে প্রয়োজনের অর্ধেকেরও কম। কোথও থানা শিক্ষা অফিসার শিক্ষকদের পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষার্থীদের পুরনো বই যোগাড় করে নেয়ার কথা বলতে। সঠিকভাবে বলতে গেলে শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভেই বই নিয়ে শুরু হয়েছে এক নৈরাজ্যকর অবস্থা। এতে অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন।

পাবনা থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা আজ পর্যন্ত তাদের জন্য বরাদ্দ পাঠ্য বই পায়নি। বিক্রেতা বা প্রকাশকরাও বই বাজারে ছাড়ছে না। দোকানেও বই পাওয়া যায় না।

সরকারের পাঠানো বইগুলো পড়ে রয়েছে বিভিন্ন থানার গুদাম ঘরে। বই না পেয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা বন্ধ রয়েছে। কিন্তু, কারও কোন মাথা ব্যথা নেই। জানা গেছে, পাবনা জেলার জন্য বরাদ্দ বই গত ২৯ ডিসেম্বর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে এসে পৌঁছে। তিনি কোটাওয়ারী বইগুলো থানা শিক্ষা অফিসারের কাছে হস্তান্তর করেন। কিন্তু, রহস্যজনক কারণে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে বইগুলো আজও বিতরণের আদেশ দেয়া হয়নি। ফলে, বইগুলো প্রতিটি থানার গুদামে পড়ে রয়েছে।

এদিকে ফরিদপুর থেকে সংবাদদাতা জানান, বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রেরিত বোর্ডের বই এখানকার লাইব্রেরিগুলোতে প্রতিসেট এক থেকে দু শ' টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে।

বইয়ের পিছনে 'বিনামূল্যে বিতরণের জন্য'— লেখা সীলমোহর থাকায় বিক্রেতারা কঠোর গোপনীয়তা এবং সতর্কতা অবলম্বন করছে। জানা গেছে, বিক্রেতারা কালোবাজারে এসব পাঠ্য পুস্তক পাচ্ছেন। অসাধু শিক্ষক বা কর্মচারীরা এর সাথে জড়িত বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এ ছাড়া, নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী প্রণীত ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক এখনও বাজারে না আসায় ফরিদপুরে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

জানা গেছে, শিক্ষামন্ত্রণালয় এ বছর থেকে নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এ দু' শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদেরকে পুরনো পাঠ্যপুস্তক ক্রয় না করার আহ্বান জানায়। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত নয়া পাঠ্যপুস্তক বাজারে ছাড়া হয়নি।

ফেনী থেকে সংবাদদাতা জানান, জেলার সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের তীব্র সঙ্কট রয়েছে। এ পর্যন্ত জেলার স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীদের তুলনায় সরবরাহ পুস্তকের পরিমাণ খুবই সামান্য।

একজন অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক জানান, পুস্তক সঙ্কট নিয়ে তারা অভিভাবকদের মতোই উদ্বিগ্ন। কিন্তু জেলা শিক্ষা অফিস থেকে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু জানানো হয়নি।

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) থেকে সংবাদদাতা জানান, নতুন শিক্ষা বর্ষ শুরু হয়ে গেলেও জীবননগরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বই ছাত্র ছাত্রীদের হাতে এসে পৌঁছেনি।

থানা শিক্ষক সমিতি এবং শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, সরকার চলতি শিক্ষা বছরে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় নতুন বই দিতে পারছে না। এ বছরে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অর্ধেক নতুন বই আর অর্ধেক পুরনো বই সরবরাহের কথা বলা হচ্ছে।

সূত্রে আরও জানা গেছে, ১ম ও ২য় শ্রেণীর ৪টি বইয়ের মধ্যে ২টা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৬টির মধ্যে ৩টি করে বিনা মূল্যে বই দেয়া হবে। বাকি অর্ধেক গত এক বছরের ব্যবহৃত পুরনো বই ছাত্র ছাত্রীদের দেয়া হবে।

অন্যদিকে, মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বইয়ের অভাবে পড়াশুনা শুরু করা যায়নি। ৬ষ্ঠ শ্রেণী ও ৯ম শ্রেণীতে নতুন পাঠ্যপুস্তক দেয়া হবে কিন্তু বাজারে সে সমস্ত বইয়ের সরবরাহ নেই। শুধু ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজী বই বাজারে এসেছে।

এ ছাড়া, কিশোরগঞ্জ ও গাইবান্ধা থেকে পাঠানো আমাদের সংবাদদাতারা জানান, এখানকার পরিস্থিতিও একই। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসগুলোর পাঠ্য বই আজ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে পৌঁছেনি।

পুস্তক স্বল্পতার পাশাপাশি অবাধ দুর্নীতির কারণে যথাযথভাবে বই ছাত্র ছাত্রীদের হাতে গিয়ে পৌঁছছে না। যেসব জায়গায় পুস্তক সেট বেঁধে সরবরাহ করা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় এত কম যে, বিতরণ না করাই শ্রেয়।